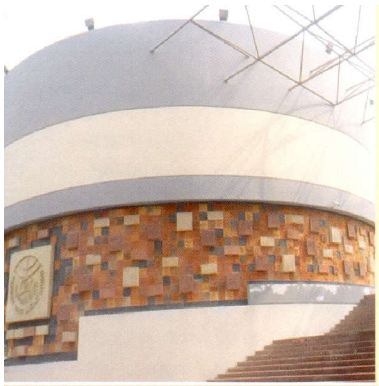

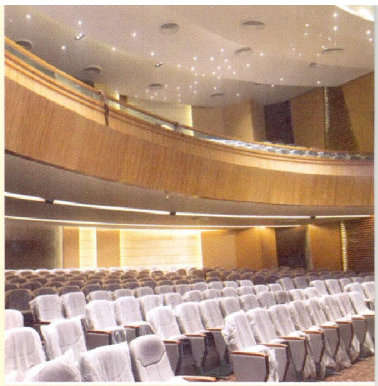

৪র্থ বর্ষ : ১ম সংখ্যা

মাতৃভাষা-বার্তা

এপ্রিল ২০১৭

যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন

যথাযথ মর্যাদায় মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে পাঁচ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি-র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ সোহরাব হোসাইন। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ভাষাবিজ্ঞানী ও ইউনেস্কো-র ভাষাবিষয়ক পরামর্শক, ভারতের সাহিত্য অ্যাকাডেমির সচিব পদ্মশ্রী অধ্যাপক ড. অনবিতা আব্বি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী। অনুষ্ঠানে ইউনেস্কোর প্রতিনিধি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন ইউনেস্কো ঢাকা অফিসের প্রধান বিয়েট্রিস কালডুন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতেই ভাষা শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে শিক্ষিত তরুণ সমাজের মধ্যে ভাষা ব্যবহারের সাম্প্রতিক প্রবণতার নেতিবাচকতা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, 'ইদানীং বাংলা বলার সময় একটি বিচিত্র প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। হয়তো অনেক ছেলেমেয়ের মাঝে এটা সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। এভাবে কথা না বললে যেন তাদের মর্যাদা থাকে না, এমন একটা ভাব। বাংলার সঙ্গে ইংরেজি মিশিয়ে কথা বলার অভ্যাস থেকে আমাদের নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের বেরিয়ে আসতে হবে।'

২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও অতিথিবৃন্দ

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতারত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

শেখ হাসিনা বলেন, 'জীবন-জীবিকার জন্য অনেক সময় অন্যভাষা শিখতে হয়। কিন্তু তার জন্য নিজ ভাষা ভুললে চলবে না। নিজের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলা স্বকীয়তার পরিচায়ক। কিন্তু বাংলাভাষাকে কোনোভাবেই বিকৃত করা যাবে না। বাংলা ও ইংরেজি মিশিয়ে 'বাংরেজি' বলার প্রবণতা থেকে ছেলেমেয়েদের বেরিয়ে আসতে হবে।' প্রধানমন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দেন, 'আমাদের বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক বাংলাভাষা রয়েছে। আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতে আমরা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি এবং বলি।' তিনি শুদ্ধ তথা প্রমিত বাংলাভাষা ব্যবহারের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন।

শেখ হাসিনা আরও বলেন, 'প্রতিটি বিষয়ই আমাদের সংগ্রাম করে অর্জন করতে হয়েছে। কোনো কিছু সহজে আসেনি। কিন্তু বাঙালি কখনো কারো কাছে মাথা নত করেনি। ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের শাসকেরা আমাদের উপর অত্যাচার করেছে। কিন্তু এ দেশের মানুষ কখনো বাইরের কাউকে মেনে নেয়নি।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'জাতির পিতা এ দেশের মাটির সন্তান হয়ে দেশকে শুধু স্বাধীনই করেননি, এ দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়ও ছিলেন।... এর বাইরে আর যারাই যখন ক্ষমতায় এসেছে, আপনারা যদি একটু খোঁজ নিয়ে দেখেন তাহলে দেখবেন, তারা কখনও এই বাংলার মাটিতে জন্মগ্রহণ করেনি। আশেপাশের দেশে জন্মগ্রহণ করে আমাদের দেশে এসেছেন, এটাই হলো বাস্তবতা। তাই স্বাভাবিকভাবেই আমাদের আলাদা মাটির টান আছে।' শেখ হাসিনা আরও বলেন, 'জাতির পিতা সাতই মার্চের ভাষণে গোপালগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেন। তিনি এ ভাষা সবসময় ব্যবহার করতেন।... জনগণ সহজে উপলব্ধি করবে এবং জনগণের হৃদয়ে প্রোথিত হবে সেটাই বলতেন। এটাকে সংশোধন করা যায় না। এটা স্বতঃস্ফূর্ত।'

জননেত্রী স্মরণ করিয়ে দেন, 'আমরা আমাদের আঞ্চলিক ভাষা বলব। কিন্তু আমাদের প্রচলিত ভাষাকে বিকৃত করে নয়। সে-বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত– এ ভাষাকে সবসময়ই গুরুত্ব দেব। কিন্তু এর জন্য অন্য কোনো ভাষার সঙ্গে বৈরিতা নয়। জ্ঞান অর্জনের জন্য আমরা অন্য যে কোনো ভাষা শিখতে পারি।'

বাংলাভাষার মর্যাদা রক্ষায় বঙ্গবন্ধু-কন্যা বলেন, 'ভাষাশহীদরা এই ভাষা আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন। অনেক রক্ত আর জীবনের বিনিময়ে এই ভাষা অর্জন করেছি। এর যেন অমর্যাদা না হয়।' তিনি ভাষা-শহীদদের আত্মত্যাগ স্মরণ করে উল্লেখ করেন, 'আমরা এ ভাষার অধিকার অর্জন করেছি। কিন্তু আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এটি তেমনভাবে তুলে ধরা হচ্ছে না। এটি বিশ্বের দরবারে আরও বেশি করে তুলে ধরতে হবে।'

সভাপতির ভাষণে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি বলেন, 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘে বাংলাভাষায় প্রথম ভাষণ দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি তাঁর ভাষণে জাতিসংঘের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে বাংলা-কে স্বীকৃতি দানের প্রস্তাব করেছেন। আমরা গভীরভাবে বিশ্বাস করি, তাঁর এই প্রস্তাব একদিন বাস্তবায়িত হবে।'

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন

জনাব নাহিদ আরও বলেন, 'একুশে ফেব্রুয়ারির মর্মবাণী হচ্ছে আমাদের মাথা উঁচু করে চলা। অন্যায় ও অবিচার প্রতিহত করা। যা-কিছু অগণতান্ত্রিক, অমানবিক ও অনৈতিক– তার প্রতিবাদ করা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সে পথেই আমরা অগ্রসর হচ্ছি। আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ– একুশের ও একাত্তরের চেতনায় আমরা এগিয়ে যাব, শহীদদের স্বপ্ন সফল করব।'

শিক্ষাসচিব মোঃ সোহরাব হোসাইন তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরেই বাংলা ভাষা জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষার মর্যাদা পাবে একদিন। সেদিন খুব দূরে নয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুচিন্তিত সৃষ্টি এই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। শুধু বাংলাভাষা নয়, পৃথিবীর সকল মাতৃভাষার লালন ও পরিচর্যা, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন–এ জাতীয় একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান যাতে বাংলাদেশের মাটিতে হয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দৃশ্যমান ভূমিকা পালন করতে পারে সেজন্য ঢাকার পল্টন ময়দানে লাখো মানুষের উপস্থিতিতে ঘোষণা দিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার। আর শুধু ঘোষণা দিয়েই নির্বিকার থাকেননি। ২০০১ সালের ১৫ মার্চ ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় এবং যথাসময়ে এর কাজ সম্পন্ন করেছিলেন।'

শিক্ষাসচিব মোঃ সোহরাব হোসাইন
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন

একুশে ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ভাষণে আমাই-এর মহাপরিচালক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী ভাষা আন্দোলনে শহীদ ও ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সকলের বিশেষ করে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সৃষ্টি আপনার চিন্তাপ্রসূত। আপনার নির্দেশনায় এ প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিয়োজিত রয়েছে। আপনার নেতৃত্বে ইনস্টিটিউট আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মর্যাদা লাভ করেছে, হয়ে উঠেছে ইউনেস্কোর সহযোগী প্রতিষ্ঠান। আমরা সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করি, আপনার নেতৃত্বে এ ইনস্টিটিউট অচিরেই বিশ্বের সকল মাতৃভাষা গবেষণার অন্যতম ভূকেন্দ্রে পরিণত হবে।'

মহাপরিচালক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন

আন্তর্জাতিক সেমিনার

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানমালার অংশ হিসেবে ২২-২৩ ফেব্রুয়ারি আয়োজন করা হয় *Language Documentation and Multilingual Education* শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনার। তিনটি অধিবেশনে বিভক্ত এ সেমিনারের উদ্বোধনী অধিবেশনে স্বাগত এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন যথাক্রমে ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী এবং ইউনেস্কো ঢাকা অফিসের প্রধান বিয়েট্রিস কালডুন। প্রতিপাদ্য বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী ও জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. অনবিতা আব্বি।

একই দিনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন প্রথিতযশা ভাষাবিজ্ঞানী, ভাষাসৈনিক এবং ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস, বাংলাদেশের ইমেরিটাস অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। অধিবেশনে প্রথম প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান অধ্যাপক সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান ও নেপাল একাডেমি-র চ্যান্সেলর ড. গঙ্গাপ্রসাদ উপ্রেতি।

অধ্যাপক পবিত্র সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত তৃতীয় অধিবেশনের প্রাবন্ধিক ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ডার্টমাউথ কলেজের ভাষাবিজ্ঞানী অধ্যাপক ডেভিড এ. পিটারসন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক পরামর্শক রাজীব মোঃ ইমরান, নেপালের ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান, অধ্যাপক দানরাজ রেগমি ও ড. অমবিকা রেগমি বানজারা।

২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ : আন্তর্জাতিক সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে
বক্তব্য দিচ্ছেন ইউনেস্কো ঢাকা অফিসের প্রধান বিয়েট্রিস কালডুন

অধিবেশনে বিশেষ বক্তা ছিলেন দক্ষিণ কোরিয়ার ইওনসেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ভাষাবিজ্ঞানী সিউং হি জিউন।

দ্বিতীয় দিনের (২৩/২/২০১৭) প্রথম অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন পরিচালক ও লেখক সুগত চাকমা। এ অধিবেশনে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ভারতের ওড়িশা রাজ্য সরকারের ফোকলোর ইনস্টিটিউটের পরিচালক ও শিক্ষা-সমন্বয়ক ড. মহেন্দ্রকুমার মিশ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মেসবাহ কামাল ও ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির সাধারণ শিক্ষা সেলের প্রভাষক ফারহানা ইয়াসমিন বাতেন।

দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সৌরভ সিকদার এবং পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক কৃষ্ণা ভট্টাচার্য। সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) এবং কবি ও গবেষক শেখ মোঃ কাবেদুল ইসলাম। পঠিত প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন যথাক্রমে অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক অনন্বিতা আব্বি, ড. মহেন্দ্র কুমার মিশ্র ও শেখ মোঃ কাবেদুল ইসলাম।

একুশে স্মরণিকার প্রচ্ছদচিত্র

জাতীয় সেমিনার

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানমালার অংশ হিসেবে ২৬ ফেব্রুয়ারি দিনব্যাপী জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল: *বাংলাদেশের বাংলা উপভাষা : সংগ্রহ ও সংরক্ষণ*। এ সেমিনার দুটি অধিবেশনে বিভক্ত ছিল। প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ও খ্যাতনামা ভাষাবিজ্ঞানী আ ফ ম দানীউল হক। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী।

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ : জাতীয় সেমিনারের প্রথম অধিবেশনের সভাপতি অধ্যাপক আ ফ ম দানীউল হক এবং আমাই-এর মহাপরিচালক অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী

অধিবেশনে তিনটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। *বাংলা উপভাষা সংগ্রহ বিষয়ক ফিল্ডওয়ার্ক* শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক হাকিম আরিফ। *খুলনার উপভাষায় স্বরধ্বনির বিবর্তন ও বৈচিত্র্য* বিষয়ক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক মিজানুর রহমান (উপপরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট)। *সিলেটের উপভাষা : সাংগঠনিক বিশ্লেষণ ও সমাজতাত্ত্বিক বিবেচনা* শিরোনামে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. নূর-ই ইসলাম সেলু বাসিত, পরিচালক (জনসংযোগ), রেজিস্ট্রার ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রশ্নোত্তর পর্ব এবং সভাপতির বক্তব্য প্রদানের মধ্য দিয়ে প্রথম অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় অধিবেশনে দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। *বাংলাদেশের উপভাষা সংগ্রহ ও সংরক্ষণের সীমাবদ্ধতা* বিষয়ক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ড. ইয়াসমিন আরা লেখা। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক (সহকারী অধ্যাপক, বাংলা) ড. মোঃ ইলতেমাস উপস্থাপন করেন– *ঠাকুরগাঁও জেলার উপভাষা সংগ্রহ : আঞ্চলিক ও সমাজভাষিক বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ* শীর্ষক প্রবন্ধ। এছাড়াও অনির্ধারিত প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক এবিএম

রেজাউল করিম ফকির। তাঁর প্রবন্ধের বিষয় ছিল *বক্তৃতার ভাষা : ভাষা সংসর্গতত্ত্বের নিরিখে উপভাষা ও ভাষার বিকাশ এবং তার শ্রেণিকরণ*। আলোচনার সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক হাকিম আরিফ এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) এবং কবি ও গবেষক শেখ মোঃ কাবেদুল ইসলাম। বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের যুগ্মসচিব মাহমুদুল ইসলাম।

শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট চত্বরে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ সকাল ০৯:৩০টায় শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ইউনেস্কোর এএসপি নেটভুক্ত স্কুলসহ অন্যান্য স্কুল এবং বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশি দূতাবাসসমূহের শিশুরা এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের অধ্যাপক সমরজিৎ রায়চৌধুরী এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরিচালক (চারুকলা) মোঃ মনিরুজ্জামান। প্রতিযোগিতা শেষে শিশুদের মধ্যে পুরস্কার ও সনদ প্রদান করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব চৌধুরী মুফাদ আহমেদ।

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ : শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার একাংশ

লোকজ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে ২৫ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১:১৫টায় পরিবেশিত হয় লোকজ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক দল, নৃগোষ্ঠীয় সাংস্কৃতিক দল এবং চীনা দূতাবাসের শিশুশিল্পীরা গীতিনাট্য, নৃত্য, আবৃত্তি এবং সঙ্গীত পরিবেশন করে।

লোকজ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে খুলনা অঞ্চলের আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক দলের পরিবেশনার দৃশ্য

বিদেশি ভাষা প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের চতুর্থ তলায় স্থাপিত বিদেশি ভাষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (FLTC)-এ গত ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে Pre-Intermediate Communicative China Language Course এবং ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে English Language Course-এর প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। গত ২২ মার্চ আরবি ভাষার প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপ্ত হয়েছে। উল্লেখ্য, ভাষা-প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ কেন্দ্রে ইংরেজি, আরবি, কোরিয়ান, জাপানি, ফরাসি এবং চীনা ভাষায় তিন মাস মেয়াদি কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহী প্রার্থীদের যোগ্যতা এসএসসি/সমমান পাস হতে হবে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি ব্যাচে বিদেশগামী কর্মী, নৌবাহিনীর সৈনিক, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী, চাকরিজীবী ও বিভিন্ন পেশাজীবী এ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

ইনস্টিটিউটের চতুর্থ তলায় স্থাপিত ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রেনিং সেন্টার-এর ল্যাব

ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন

জানুয়ারি থেকে মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত দেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের শিক্ষার্থী-শিক্ষক, অভিভাবক এবং দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন করেন। ভাষা-জাদুঘর সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত অফিস চলাকালে সকাল ১০:০০টা থেকে বিকাল ০৫:০০টা পর্যন্ত খোলা থাকে। এছাড়াও বিশেষ ব্যবস্থাপনায় স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে ২৬ মার্চ, জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ১৫ আগস্ট এবং বিজয় দিবস উপলক্ষে ১৬ ডিসেম্বর সকল দর্শনার্থীদের জন্য ভাষা-জাদুঘর সকাল ১০:০০টা থেকে বিকাল ০৫:০০টা পর্যন্ত খোলা রাখা হয়।

ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করছেন (বাম থেকে) অধ্যাপক পবিত্র সরকার, অধ্যাপিকা সুমিত্রা চক্রবর্তী ও লেখিকা সুনন্দা সিকদার

বিদেশি অথিতিদের মধ্যে ভারতের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং বিশিষ্ট কবি ও ভাষাবিদ অধ্যাপক পবিত্র সরকার ২ ফেব্রুয়ারি

২০১৭ ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন শেষে তাঁর অনুভূতি লিপিবদ্ধ করেছেন এভাবে : 'বহুবার এসেছি এখানে বেঁচে থাকলে আরও আসব। এই প্রতিষ্ঠানের জন্মলগ্ন থেকে এর সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। কয়েকটি উজ্জ্বল পদক্ষেপে এই ইনস্টিটিউট অনেকটা এগিয়েছে। আরও বহু বহু দূর যাবে। সেই অনাগত গৌরবময় ভবিষ্যতের ঘ্রাণ নিতে এখানে বারবার আসি।'

বাংলাদেশস্থ চীনা দূতাবাসের সাংস্কৃতিক অ্যাটাশে ঝা মিঙ্গেই (Zha Mingwei) ১৪ ফেব্রুয়ারি, ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন শেষে লেখেন, 'Hope ethnic language(s) of world can be protected well just like Bengali.'

জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের (ভারত) সেন্টার ফর লিঙ্গুইসটিকসের পদ্মশ্রী অধ্যাপক ও ইউনেস্কোর ভাষাবিষয়ক পরামর্শক ড. অনবিতা আব্বি ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখে ইনস্টিটিউটের ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন বইতে তিনি মন্তব্য করেন: 'A fantastic and spectacular example of linguistic diversity across the globe. I congratulate IMLI to house such a unique piece in this world. Feel prevailed to tour around the museum.'

আন্তর্জাতিক সেমিনারে আগত বিদেশি অতিথিবৃন্দের ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন (একাংশ)

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) থেকে ১৪৮তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীরা ১৫ মার্চ ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকল্প-কাজের অগ্রগতি

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকল্প কাজ ২০১১-১২ অর্থবছরে শুরু হয়। ইতোমধ্যে ভবনের অভ্যন্তরভাগের সাজসজ্জার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ভবনের দক্ষিণপাশের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কাজ চলছে। আসবাবপত্র ক্রয়সহ সোলার প্যানেল সিস্টেম স্থাপনের শতভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ভবনের পূর্তকাজ শেষ পর্যায়ে। লাইব্রেরি অটোমেশন, কম্পিউটার সফটওয়্যার ও ডেটাবেইজ তৈরি এবং ভাষা-জাদুঘর ও লিখন-বিধি আর্কাইভ স্থাপনের কার্যক্রম চলমান।

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-প্রশিক্ষণ

ইনস্টিটিউটের বার্ষিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় গত ১৯-২৩ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় 'সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পাঠদান প্রক্রিয়ায় প্রমিত বাংলাভাষার ব্যবহার' শীর্ষক ৬ষ্ঠ ব্যাচের প্রশিক্ষণ। দেশের ৮টি বিভাগের ২৫টি জেলা থেকে মোট ২৭ জন সহকারী শিক্ষক এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু ছিল: 'বাঙালি ও বাংলাভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ'; 'বাংলা বানান'; 'প্রমিত বাংলা উচ্চারণ (তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক)'; 'বাংলা থেকে ইংরেজিতে প্রতিবর্ণায়ন' (Transliteration); 'লিখন নৈপুণ্য : বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ (তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক)'; 'বিরামচিহ্নের ব্যবহার'; 'বাংলাভাষায় সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন-কৌশল'; 'তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে শ্রেণিপাঠদান প্রক্রিয়ায় বাংলাভাষার ব্যবহার'; 'ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন' ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণের শেষে ২৩ মার্চ কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ (Certificate) প্রদান করা হয়।

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের (৬ষ্ঠ ব্যাচের) প্রশিক্ষণার্থী ও *আমাই*-এর মহাপরিচালকসহ কোর্স সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ

বাংলাদেশের নৃভাষাবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা কর্মসূচি

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অন্যতম লক্ষ্য বিশ্বের সকল মাতৃভাষার সংরক্ষণ এবং ভাষার প্রমিতায়ন ও বিপন্ন ভাষাগুলোর পুনরুজ্জীবনে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা। এ উদ্দেশ্যে গৃহীত *বাংলাদেশের নৃভাষাবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা* কর্মসূচির প্রতিবেদনসমূহ প্রকাশনার কাজ বর্তমানে চলছে। উল্লেখ্য যে, এ সমীক্ষার ফলে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসমূহের ভাষা ও নৃগোষ্ঠীগত পরিচয় উদ্‌ঘাটন ছাড়াও ভবিষ্যতে তাদের ভাষিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হবে। দেশব্যাপী নিবিড় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে এ ধরনের গবেষণাকর্ম ইতিপূর্বে পরিচালিত হয়নি। সমীক্ষা-কার্যক্রম ২০১৪-১৫ অর্থবছরে শুরু হয় এবং ৩০ জুন ২০১৬ শেষ হলেও সমীক্ষার মেয়াদ ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমানে এ সমীক্ষার গবেষণাপত্রের ১০ (দশ) খণ্ডের মধ্যে ভাষাবিষয়ক তিনটি খণ্ড এবং নৃবিজ্ঞান অংশের দুটি খণ্ডসহ মোট পাঁচটি খণ্ডের কাজ শেষ হয়েছে। নৃবিজ্ঞান অংশের অবশিষ্ট পাঁচটি খণ্ডের মধ্যে তিনটি খণ্ড লিখনের কাজ শেষ পর্যায়ে। এ সংক্রান্ত সম্পাদনা পরিষদের ৫ম সভা সম্পাদনা পরিষদের প্রধান সম্পাদক ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্যসচিব ও স্বনামধন্য কবি ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীর (কামাল চৌধুরী) সভাপতিত্বে ১৪ জানুয়ারি তারিখে ইনস্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

১৪ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত সম্পাদনা পরিষদের ৫ম সভায় উপস্থিত
সভাপতি ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী ও সদস্যবৃন্দ

আমাই মহাপরিচালকের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ

ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী গত ৫-৯ মার্চ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের অস্টিনে অনুষ্ঠিত *Society for Information Technology and Teacher Education (SITE)* আয়োজিত ২৮তম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে পৃথিবীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আগত শিক্ষাবিদগণ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতি ও শিক্ষকদের গুণগতমান উন্নয়নের বিষয়ে তাদের প্রবন্ধ ও গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন। *আমাই* মহাপরিচালক এ সম্মেলনে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে মতবিনিময় ও বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

SITE-আয়োজিত ২৮তম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে
আমাই মহাপরিচালক

আমাই কর্মকর্তাদের বদলি, পদায়ন, প্রশিক্ষণ ও অবসর

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক মোঃ রেজাউল করিম (যুগ্মসচিব) গত ২ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ পিআরএল-এ যান। ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক এ এইচ এম আবদুল করিম (উপসচিব) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের উপসচিব পদে বদলি হন (১৫ জানুয়ারি ২০১৭ বিমুক্ত)। ১৮ জানুয়ারি ২০১৭ ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক পদে মোঃ আবু রায়হান মিঞা (সিনিয়র সহকারী সচিব) প্রেষণে যোগদান করেন। তিনি জাতীয় সংসদের মাননীয় চীফ হুইপের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা হিসেবে ৪ এপ্রিল ২০১৭ বিমুক্ত হন। শেখ শামীম ইসলাম (সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি) সহকারী পরিচালক হিসেবে ২৪ জানুয়ারি ২০১৭ এবং ড. মোঃ মিজানুর রহমান (অধ্যাপক, বাংলা) ২৫ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে যোগদান করেন। ড. মোঃ মহিউদ্দিন (উপসচিব) ৫ এপ্রিল ২০১৭ প্রেষণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে পরিচালক পদে যোগদান করেন।

গত ৯ এপ্রিল ২০১৭ থেকে ২০ এপ্রিল ২০১৭ পর্যন্ত পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) শেখ মোঃ কাবেদুল ইসলাম ঢাকার সাভারস্থ বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি)-এ অনুষ্ঠিত ১৪শ পলিসি প্ল্যানিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (পিপিএমসি)-প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য কাবেদুল ইসলাম ১২ জুলাই ২০১৫ ইনস্টিটিউটে পরিচালক পদে যোগদান করেন। এর আগেও তিনি ইনস্টিটিউটে ২২ মার্চ ২০১২ থেকে ৪ মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত সমপদে কর্মরত ছিলেন।

সরকারি পিটিআই প্রশিক্ষকদের বাংলাভাষা প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের আয়োজনে গত ২৩-২৭ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয় 'সরকারি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের (পিটিআই) প্রশিক্ষকদের পাঠদান প্রক্রিয়ায় প্রমিত বাংলাভাষার ব্যবহার' শীর্ষক প্রশিক্ষণ। এটি ছিল এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ৭ম এবং পিটিআই প্রশিক্ষকদের ১ম ব্যাচ। দেশের ৮ বিভাগের ২৯টি জেলা থেকে মোট ২৯ জন সহকারী ইনস্ট্রাক্টর প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল: 'বাঙালি ও বাংলাভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ'; 'বাংলা বানান'; 'প্রমিত বাংলা উচ্চারণ (তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক)'; 'বাংলা থেকে ইংরেজিতে প্রতিবর্ণায়ন' (Transliteration); 'লিখন নৈপুণ্য : বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ (তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক)'; 'বিরামচিহ্নের ব্যবহার'; 'তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে শ্রেণি পাঠদান প্রক্রিয়ায় বাংলাভাষার ব্যবহার'; 'শ্রেণিকক্ষে পাঠদানে প্রমিত বাংলাভাষা ব্যবহারের গুরুত্ব ও জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়নে এর প্রতিফলন' ইত্যাদি। প্রশিক্ষণশেষে ২৭ এপ্রিল প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ প্রদান করেন কোর্স উপদেষ্টা ও ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী। অংশগ্রহণকারীদের পক্ষে দুজন প্রশিক্ষক তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, এ ধরনের প্রশিক্ষণ শ্রেণিকক্ষে পাঠদানে বাংলাভাষার যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে তাদের আরও দক্ষ ও সচেতন করে তুলবে। কোর্স সমাপনী অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন কোর্স পরিচালক ও পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) শেখ মোঃ কাবেদুল ইসলাম এবং কোর্স সমন্বয়ক ও পরিচালক (উপসচিব) ড. মো: মহিউদ্দিন।

সরকারি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের
(৭ম ব্যাচের) প্রশিক্ষণার্থী
ও *আমাই*-এর মহাপরিচালকসহ কোর্স সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ

ফটোগ্যালারি : মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন

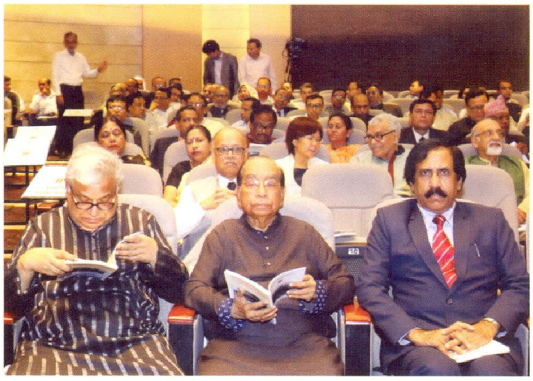

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইনস্টিটিউটের মিলনায়তনে আগত বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ

প্রাপকের অবর্তমানে নিচের ঠিকানায়
ফেরত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো :

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)
১/ক, সেগুনবাগিচা (শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি)
ঢাকা ১০০০

প্রাপক

সম্পাদক: অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী
নির্বাহী সম্পাদক: শেখ মোঃ কাবেদুল ইসলাম
সহযোগী সম্পাদক: ড. মোঃ মহিউদ্দিন ও ড. অশোক কুমার বিশ্বাস, সহকারী সম্পাদক: ড. মোঃ ইলতেমাস ও মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান খান
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, ১/ক, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত এবং শহীদ প্রিন্টার্স থেকে মুদ্রিত।